সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০৭ আগস্ট ১২, ২০২০

জীবিকার্জন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এবং আয়-রোজগার কমে যাওয়ায় মানুষ বিপাকে পড়েছে

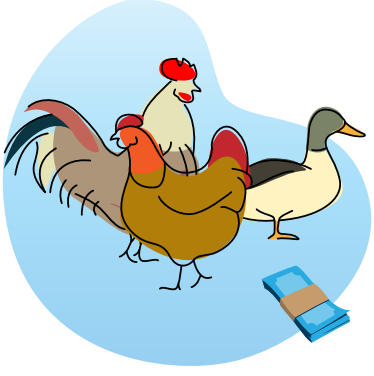

বন্যার কারণে কুড়িগ্রাম জেলার মানুষজন গবাদীপশু বা মুরগির আশানুরূপ দাম না পেলেও সেগুলো কম দামে বিক্রি করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন

জনগণের কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে, কৃষক, জেলে এবং গবাদিপশুপালনের সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবিকা নিয়ে চিন্তিত। সরকারিভাবে অনুদান হিসেবে যদিও ২০,০০,০০,০০০ টাকার কৃষি প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তারা বলেছেন বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ঋণ নিতে তারা সাহস পাচ্ছেন না। তারা জানতে চেয়েছেন আগের মতো নিজেদের ব্যবসায়ে ফিরে যেতে পারবেন কিনা। প্রক্রিয়াজাত খাবার (যেমন: ড্রাই কেক, চানাচুর, মুড়ি, চালভাজা) বিক্রির সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা বলেছেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাই হচ্ছে তাদের মূল ক্রেতা; কিন্তু গত বেশ ক'মাস ধরে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তাদের বিক্রি কমে গেছে। মতামত থেকে আরও উঠে এসেছে, ব্যবসায়ের সুযোগ কমে যাওয়ায় কিছু কিছু ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যেই তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং বাকিরাও খুবই অল্প পরিসরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অটো-রিকশা চালকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে, মহামারির আগে যেখানে প্রতিদিন তারা গড়ে ৫০০-৬০০ টাকা আয় করতেন, সেটি এখন কমে ২০০-৩০০ টাকায় নেমে এসেছে। তারা বলেছেন, লকডাউন শিথিল হলেও তারা আগের মতো যাত্রী পাচ্ছেন না; ফলে এই স্বল্প আয়ে তাদের দৈনন্দিন খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তার উপর, এই চালকরা উল্লেখ করেছেন, মহামারির কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হুঁ হুঁ করে বাড়ছে, ফলে চলমান পরিস্থিতি তাদের জন্য আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

কুড়িগ্রাম জেলার মানুষজনের কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা যায়, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে যারা বিপদে পড়েছিল, সেই মানুষগুলোই আবার সাম্প্রতিক বন্যায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মানুষজন বলেছেন, যেহেতু লকডাউন চলাকালীন এবং এর পর তারা আয়-রোজগার করতে পারেননি, ফলে তারা তাদের সঞ্চিত সকল অর্থই খরচ করে ফেলেছেন। তাই বন্যা শুরু হবার পর স্থানীয় ঋণদাতাদের কাছ থেকে ধার নেয়া বা সহায়-সম্পত্তি বিশেষ করে, গবাদিপশুগুলো বিক্রি করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো উপায় ছিল না। বন্যার কারণে তাদের গবাদিপশু বা মুরগির আশানুরূপ দাম না পেলেও সেগুলো কম দামে বিক্রি করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন। মতামত থেকে আরও জানা গেছে, মহামারি আর বন্যার কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন: শাকসবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু মানুষ উল্লেখ করেছিলেন, তারা দিনে তিন বেলা খাবার জোটাতে পারছেন না। এজন্য তারা সন্তানদের পুষ্টির বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।

করোনা টেস্টের ভুয়া রিপোর্টের খবরে উদ্বিগ্ন মানুষ টেস্ট করাতে আগ্রহী নয়

গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষ জানিয়েছিলেন, ডাক্তারদের মাধ্যমে এবং হাসপাতালগুলোতে করোনার টেস্টের যে ভুয়া সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। মতামত থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভুয়া রিপোর্টের কারণেই কোভিড-১৯ টেস্টের বিষয়টি ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। মানুষজন বলেছেন, তারা টেস্ট করাতে চান না; আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিয়মিত ব্রিফিংয়ে উপস্থাপিত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সম্পর্কে সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যানকে তারা বিশ্বাস করেন না। তাই এই ব্রিফিং দেখা তারা বাদ দিয়েছেন।

সামাজিক দূরত্বের কড়াকড়ি মসজিদগুলোতে থাকলেও, বাজার বা গণপরিবহনে না থাকায় মানুষজন অসন্তুষ্ট

ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট এবং পঞ্চগড় জেলার কিছু মানুষ জানিয়েছেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে কম সংখ্যক মানুষকে মসজিদে ঢুকতে দেয়ার কারণে, প্রায়শই তারা নামাজের জামাতে অংশ নিতে পারেন না। অথচ সামাজিক দূরত্ব বজায়ের এই নিয়ম স্থানীয় বাজার বা গণপরিবহনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় যাত্রীদের মধ্যকার দূরত্ব থাকেনা বললেই চলে। আর এক্ষেত্রে গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের ভিতর দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও কেউ নিশ্চিত করছে না। মানুষজন জানতে চেয়েছেন, যেহেতু কোনো জনসমাগমপূর্ণ স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না, তাহলে শুধুমাত্র মসজিদের জন্যই কেনো এতো বিধিনিষেধ?

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও উদ্বেগ

হিজড়া জনগোষ্ঠী

আয়-রোজগার না থাকায় ইতিমধ্যেই নিম্নমানের জীবনযাপন করা হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন আরো বিপর্যস্ত

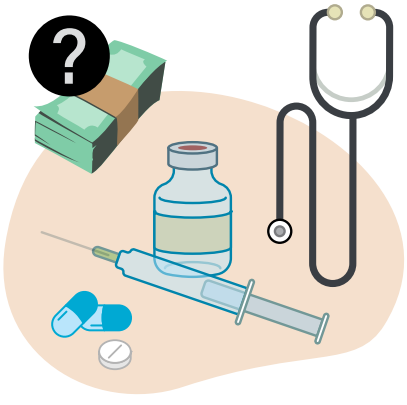

হিজড়া জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে, কীভাবে জীবিকানির্বাহ করবে সে বিষয় নিয়ে তারা চিন্তিত। তারা বলেছিলেন, লকডাউন চলাকালীন সময়ে তারা ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন এবং কোনো আয়-রোজগার করতে পারেননি। এমনকি লকডাউন শিথিল হবার পরেও, তারা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে যথেষ্ট কম আয় করছেন। কেননা যারা সাধারণত তাদেরকে টাকা-পয়সা দেয় তারা নিজেরাই বর্তমানে আর্থিক সমস্যায় আছেন বা খুব বেশি আর্থিক সাহায্য করতে পারছেন না। বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত এমন হিজড়া ব্যক্তিরা বলেছেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে তারা তাদের চাকরি হারিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, হিজড়াদের পক্ষে কোনো চাকরি খুঁজে পাওয়াটা সবসময়ই কষ্টকর। তাই ভবিষ্যতে কী হবে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও কোনো চাকরি পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে তারা চিন্তিত। মতামত থেকে জানা যায়, প্রতিদিনের আর্থিক সমস্যা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ উভয়ই এই হিজড়া জনগোষ্ঠীকে মানসিক চাপে ফেলছে। তাই তাদের নগদ এবং অন্যান্য ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন, যাতে করে তারা অন্তত বাড়িভাড়া বা অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারেন। টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর জেলায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষজন বলেছেন, সরকারিভাবে তাদের মাসিক ৬০০ টাকা ভাতা দেয়া হলেও, এটি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তারা মনে করেন এই পরিস্থিতি আগের যেকোনো অবস্থার চাইতেও ভয়াবহ, তাই সরকারের কাছে তাদের আহ্বান মাসিকভাতা বাড়ানোর।

> হিজড়া জনগোষ্ঠীর নগদ অর্থ এবং অন্যান্য ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন যাতে করে তারা অন্তত তাদের বাড়িভাড়া বা অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারেন

হিজড়া জনগোষ্ঠী চিকিৎসা, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে শঙ্কিত

মতামত থেকে উঠে এসেছে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষজন তাদের জন্য চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। করোনায় আক্রান্ত হলে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা কোথায় পাওয়া যাবে, সেটি তারা জানতে চেয়েছেন। বিশেষত, হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে সমাজে নানান বৈষম্যের শিকার হবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই সাধারণ মানুষজনই যেখানে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পেতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে তারা সেটি আশা করতে পারেন না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

মতামত থেকে আরও জানা যাচ্ছে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ ২০ থেকে ২৫ জন মিলে একটা ঘরে থেকে। এই অবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে তারা নিজেদের শঙ্কার কথা বলেছেন। এছাড়াও, গোসলখানা এবং টয়লেটগুলো অনেক মানুষ মিলে ব্যবহার করেন; তাই

কীভাবে এগুলোকে জীবাণুমুক্ত রাখা যায় সে বিষয়টি তারা জানতে চেয়েছেন। নিজেদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সাথে মিলিত হবার সময় করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত সে সম্পর্কেও তারা জানতে চেয়েছেন। ঘরের বাইরে আয়-রোজগারের জন্যে যাওয়া তাদের পরিবারের মানুষদের নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার কথা বলেছেন এবং ঘরের বাইরে সংক্রমিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা কী করতে পারেন সেটিও জানতে চেয়েছেন।

যৌনকর্মী জনগোষ্ঠী

যৌনকর্মীরা জীবিকানির্বাহের জন্য বিকল্প পেশার সন্ধান করছেন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলার যৌনকর্মীদের মতামত থেকে জানা যায়, লকডাউনের শুরুতে সরকার, এনজিও এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ত্রাণ সহায়তা পেলেও বর্তমানে তা বন্ধ আছে। লকডাউন শিথিল হলেও, তাদের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ফলে তাদের মূল উদ্বেগ এখন বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য। আর এই খাদ্য সহায়তা তারা কোথায় পেতে পারেন সেটি জানতে চেয়েছেন। পেশাগত কারণেই, সমাজের অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মতো তারা একই ধরনের সহায়তা পাবেন না বলে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। যৌনকর্মীরা বলেছেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হলেও তারা পুনরায় কাজ শুরু করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তারা শঙ্কিত। তাই তাদের সহায়তায় কাজ করা বিভিন্ন সংস্থার কাছে তারা বিকল্প জীবিকার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। মতামত থেকে জানা যাচ্ছে, যৌনকর্মীরা এখন আর কনডম ব্যবহারে আগ্রহী নয় (যা বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাদেরকে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়): তারা বলেছিলেন, যৌন স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বর্তমানে তারা মোটেও চিন্তিত নন এবং কনডম ছাড়াই কাজ করতে প্রস্তুত, যাতে কিছু টাকা উপার্জন করতে পারেন।

পেশাগত কারণে সমাজের অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মতো তারা সহায়তা পাবেন না বলে যৌনকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

যৌনকর্মীদের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে

মতামত থেকে জানা যাচ্ছে, রাস্তায় যেসব যৌনকর্মীরা কাজ করেন তারা পুলিশ, স্থানীয় মানুষজন এবং দালালদের কাছে থেকে আশঙ্কাজনক হারে শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন। যৌনকর্মীরা যখন কাজে বা গ্রাহকের খোঁজে বের হচ্ছেন, তখন পুলিশ এবং স্থানীয় লোকজনের রোষের মুখে পড়ছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তারা মারধোরের শিকারও হয়েছেন। 'দালাল স্বামীর' (যারা কিছু কমিশনের বিনিময়ে যৌনকর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়) সাথে থাকা কয়েকজন নারী যৌনকর্মী বলেছিলেন, বর্তমানে যেহেতু এই 'দালান স্বামীরা' কোনো কমিশন পাচ্ছে না, তাই তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে।

বহু যৌনকর্মী গৃহহীন হয়ে পড়েছেন

ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসরত যৌনকর্মীরা জানিয়েছেন যে ভাড়া দিতে না পারায় তাদের অনেকেই থাকার জায়গা হারিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি শুরুর আগে, গৃহহীন যৌনকর্মীরা সাধারণত তাদের কাজের শেষে গোসল, খাবার বা বিশ্রামের জন্য ড্রপ-ইন সেন্টার বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে যেতে পারতো। কিন্তু বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই সেন্টারগুলোর সীমিত জায়গায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয় বিধায় এগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। তাই কর্তৃপক্ষ কবে আবার এই সেন্টারগুলো পুনরায় চালু করবেন যৌনকর্মীরা তা জানতে চেয়েছেন।

যৌনকর্মীরা কোভিড-১৯ টেস্টের ব্যাপারেও শঙ্কিত

যৌনকর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে রিজেন্ট হাসপাতালের ভুয়া করোনাভাইরাস টেস্ট বিষয়ক প্রকাশিত খবর, তাদের শঙ্কিত করে তুলেছে। তাই করোনার উপসর্গ দেখা দিলেও টেস্ট করাতে যাবেন কিনা, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পারছেন না। সেই সাথে তারা মনে করছেন, করোনা টেস্টের খরচ অনেক বেশি এবং টেস্ট করাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার খরচও কম নয়। কয়েকজন যৌনকর্মী জানিয়েছেন, তারা প্রায় দু'মাস আগে টেস্টের নমুনা দিয়ে আসলেও, এখনো তার কোনো ফলাফল পান নি। তাই তারা বিনামূল্যে এবং স্বল্প সময়ে কোভিড-১৯ টেস্ট কোথায় করানো যাবে সেটি জানতে চেয়েছেন।

এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ

এইচআইভি আক্রান্ত মানুষজন হাসপাতালগুলোতে সাধারণ চিকিৎসা সেবার বিষয়ে উদ্বিগ্ন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা গেছে, এইচআইভি-তে আক্রান্ত মানুষজন হাসপাতালগুলোতে যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাবেন কিনা সে বিষয়ে শঙ্কিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে তারা দেখেছেন কিছু কিছু হাসপাতাল সাধারণ রোগীদের ভর্তি করছে না, আবার অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ভর্তি হওয়া রোগীদেরও যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে এইচআইভি আক্রান্ত মানুষজন বলেছেন, প্রয়োজনে ঘরে বসেই কীভাবে চিকিৎসাসেবা পাওয়া যেতে পারে তারা সেটি জানতে চান। কেননা সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে তারা চিন্তিত। এছাড়াও, সরকারি হাসপাতালগুলোতে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলেও তারা চিন্তিত। কেননা যেকোনো সাধারণ চিকিৎসা বা এইচআইভি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা পেতে তাদের সরকারি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তাই এই পরিস্থিতিতে, তাদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

রাজশাহী এবং রংপুর জেলার এইচআইভি আক্রান্ত মানুষজন বলেছিলেন তারা অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি কীভাবে পাবেন সে বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত। তারা জানিয়েছিলেন, এই ওষুধগুলো তারা সাধারণত সরকারী হাসপাতালগুলো থেকেই নিয়মিত পেতেন, কিন্তু বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলো কেবলমাত্র কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদেরই নিয়েই ব্যস্ত আছে। যে কারণে তারা তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-'সংযোগ' এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। হটলাইন, মোবাইল ফোন সাক্ষাৎকার, সরাসরি যোগাযোগ ও আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, পঞ্চগড় এবং নীলফামারী), মাহিদেব যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি (কুড়িগ্রাম), এসকেএস ফাউন্ডেশন (গাইবান্ধা), স্বনির্ভর মহিলা উন্নয়ন সমিতি, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, লাইট হাউজ, দ্য নেটওয়ার্ক অভ পিএলএইচআইভি ইন বাংলাদেশ এবং আশার আলো সোসাইটি-এর কাছ থেকে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *'হোয়াট ম্যাটার্স'* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।

গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা এবং ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় করোনা কথা'র এই সংস্করণটি তৈরি হয়েছে।